কলকাতার চিঠি

বিজেপি ঠেকাতে মহারাষ্ট্র ও বিহারে ধর্মনিরপেক্ষ জোট

● মুক্তি চৌধুরী

ভারতের মহারাষ্ট্র ও বিহার রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন আর মাত্র মাস দুয়েক বাকি। মহারাষ্ট্রে এখন শাসনক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস-জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির জোট সরকার। আর বিহারে নীতিশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল।

লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে বিজেপি ভালো ফল করায় এবার এই রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ঠেকানোর জন্য সমাজবাদী পার্টির মহারাষ্ট্র শাখার এক শীর্ষ নেতা আবু আজমি ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মহাজোট গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন সম্প্রতি। বলেছেন, লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল, নীতিশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল এবং জাতীয় কংগ্রেস এক হয়ে বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে মহাজোট গঠন করেছে। মহারাষ্ট্রেও গড়া হোক একই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ জোট। এ লক্ষ্যে আবু আজমি জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতাদের প্রতি জোট গড়ার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবও পাঠিয়েছে।

উইপোকার পেটে পুরো গ্রাম : এ এক অভূপূর্ব ঘটনা। ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আলমোড়া জেলার লাম্বারি গ্রাম এখন উইপোকার পেটে চলে যেতে বসেছে। পাহাড়ি এই লাম্বারি গ্রামে এখন ৪০টি পরিবার বাস করে। নব্বইয়ের দশকে এখানে বসবাস ছিল ৬৫টি পরিবারের। এখন তা কমে ৪০ হয়েছে।

এই গ্রামের আতঙ্ক এখন উইপোকা। বাড়িঘর, ফসলের জমি থেকে শস্যের গোলা সর্বত্রই চলছে উইপোকার আক্রমণ। খেয়ে নিচ্ছে কাগজপত্র, বইপুস্তক, বিছানা, জামাকাপড়ও। এই উইপোকার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে বহু গ্রামবাসী ছেড়ে গেছেন লাম্বারি গ্রাম।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বর্ষাকালে বেশি আক্রমণ ঘটে উইপোকার। লাম্বারি গ্রামের বাড়িগুলো পাথর দিয়ে তৈরি হলেও এর ওপর প্রলেপ দেয়া হয় কাদা এবং গোবর দিয়ে। উই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মূলত গোবরের কারণেই এই উইপোকার আক্রমণ। এর আগে এই উইপোকার উপদ্রব নিয়ে এই গ্রামে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন গোবিন্দবল্লভ পন্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। তারা উপায়ও বাতলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাড়ির পাশে গোবর জমা করা চলবে না, বাড়ি নির্মাণে কাঠের পরিবর্তে লোহার ব্যবহার এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু গ্রামবাসীরা অসচ্ছল হওয়ায় এই পরামর্শ মেনে নিতে পারেননি। ফলে উইপোকার দাপটের মধ্যেই গ্রামবাসীরা বাধ্য হচ্ছেন এই গ্রামে বাস করতে।

বিহারে মহাজোট : রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। এক সময় বিহারের রাষ্ট্রীয় জনতা দল বা আরজেডি প্রধান ও বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদের সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল বিহারের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও সংযুক্ত জনতা দল নেতা নীতিশ কুমারের। এই নীতিশ কুমার এক সময় ছিলেন বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা বা এনডিএর শরিকও। এ বছরের লোকসভা নির্বাচনে এনডিএর নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী করার ঘোষণাকে মেনে নিতে পারেননি নীতিশ কুমার। তিনি এর বিরোধিতা করে এনডিএ ছাড়েন। অন্যদিকে লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে নীতিশ কুমারের সম্পর্ক ঠেকেছিল তলানিতে। কংগ্রেসের সঙ্গে লালুপ্রসাদের সুসম্পর্ক থাকলেও নীতিশ কুমারের সঙ্গে ছিল বৈরী সম্পর্ক।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিহারে নীতিশ কুমার, লালুপ্রসাদ এবং কংগ্রেস জোর ধাক্কা খায় বিজেপির কাছে। এখন এই বিহারে বিজেপিকে ঠেকাতে সেই নীতিশ কুমার, লালুপ্রসাদ এবং কংগ্রেস এক মঞ্চে এসে গড়েছে নতুন এক মহাজোট। সেই মহাজোটই বিহারের বিধানসভার ১০টি আসনের উপনির্বাচনে একসঙ্গে লড়ছেও।

শৌচাগার নেই বলে ৬ নববধূ : শ্বশুরবাড়িতে শৌচাগার না থাকায় ৬ নববধূ স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের কুশীনগর জেলার খেসিয়া গ্রামে। স্থানীয় সমাজকর্মী আশা পারভিন জানিয়েছেন, গত দু মাসে এই গ্রাম থেকে ৬ নববধূ শ্বশুরবাড়িতে শৌচাগার না থাকার কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। এই সাহসী ৬ নববধূ হলেন নিলম, কলাবতী, শাকিনা, নিরঞ্জনা, গুড়িয়া ও সীতা। তারা সবাই বলেছেন, শ্বশুরবাড়িতে শৌচাগার না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বামীগৃহে ফিরবেন না। এদিকে সুলভ ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান বিন্দেশ্বর পাঠক এই খবর পেয়ে ছুটে যান ওই ৬ নববধূর বাড়িতে এবং নববধূদের আশ্বাস দিয়ে আসেন তারা বিনামূল্যে তাদের শ্বশুরবাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ করে দেবেন।

নৌ সীমান্তে ভাসমান তার : ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে থাকা নৌ সীমান্ত নির্ধারণে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবার সিঙ্গাপুরের এক বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী, পুকুর, খাল-বিলের সীমানা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিএসএফ সূত্র থেকে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে নৌপথের এই সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন দুদেশের নৌপথের সীমানায় ভাসমান তার বসানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নদীতে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিঙ্গাপুরে এভাবে বেড়া দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে নদীপথে তার দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। আর এই তারের সীমানার মাঝেমধ্যে থাকবে ভাসমান ড্রাম। এর ফলে দুই সীমান্ত এলাকায় কোনো নৌযান আর অন্য দেশের নৌ সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। এতে করে উভয় দেশে অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে। পুজোর আগেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে বিএসএফ সূত্রে বলা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুফল পাওয়ায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সীমান্তে এই প্রযুক্তিতে নৌ সীমান্তে ভাসমান বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকিতে বিজয়া দশমীর দিন দুই দেশের প্রতিমা একই সঙ্গে বিসর্জন হতো। এতে করে ওই সময় বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটত। এবার নৌ সীমানায় ভাসমান বেড়া দিলে কেউ আর এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে পারবে না।

ক্ষুদিরাম বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী! : যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন, সেই বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি, বিনয়, বাদল, দীনেশকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইতে তাদের 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই বইটি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছেপেছে।

ভারতের সাধারণ মানুষ এখনো এই আত্মত্যাগীদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর হিসেবে দেখে থাকে। কলকাতার সংবাদমাধ্যমে তাই এ খবরটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যব্যাপী ঝড় উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ইতিহাসবিদ থেকে বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতারা এবং সাধারণ মানুষ তীব্র সমালোচনা করেছে। তারা বলেছে, এভাবে একটি সরকারি বইতে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের চিহ্নিত করা ঠিক হয়নি। ■